বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০।
www.btrc.gov.bd

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিটিআরসিতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ০৫ মার্চ ২০২২।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের গতিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট আন্ত:মন্ত্রণালয়ের অংশীজনদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসির উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ও কর্মশালার সভাপতি বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার।

শুরুতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তনের বিপ্লব অত্যাসন্ন। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তি এবং ডিজিটাল যন্ত্র নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ইতোমধ্যে মিশ্র শিক্ষার ওপর টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মিশ্র শিক্ষা স্থায়ী নয় বরং এটি প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যুগোপযোগী শিক্ষার উত্তরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। চলতি মাসে ফাইভজি প্রযুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় কানেক্টিভিটি, কনটেন্ট এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ ।

সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, সারাদেশে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপনে যেসব কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ডিজিটালাইজড করা। ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা রুপান্তরে বিটিআরসির পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ) এর মহাপরিচালক জনাব হাবিবুর রহমান বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন চলমান রয়েছে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়মিত আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সূচনা বক্তব্যে এটুআই (A2I) এর পলিসি অ্যাডভাইজার জনাব আনির চৌধুরী বলেন, আগামী দিনে ক্লাসরুমকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের যেতে হবে। এ লক্ষ্যে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে তার উত্তরণে ক্লাসরুম, কনটেন্ট, কোচ বা শিক্ষক এবং কানেক্টিভিটির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রান্তিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সুলভ মূল্যে উচ্চগতির কানেক্টিভিটি ও ডিভাইসের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিত চন্দ্র টারশিয়ারি শিক্ষাকে ডিজিটাল শিক্ষায় রুপান্তরের লক্ষ্যে ইউজিসি জাতীয় টাস্কফোর্সের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে বলে সবাইকে অবগত করেন।

সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপনের ওপরে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বিটিআরসির সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজ। তিনি বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশনের লক্ষ্যমাত্রা, ইউনিয়ন ও সাইট পর্যায়ে বর্তমান ডিজিটাল কানেক্টিভিটির বিবরণ, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সংক্রান্ত ডায়াগ্রাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক সম্ভাব্য ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা এবং ব্যান্ডউইথ নিরুপণ, ব্যান্ডউইথ ও ডিজিটাল ডিভাইসের চাহিদা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কানেক্টিভিটি স্থাপনের চ্যালেঞ্জসমূহসহ সুপারিশমালা তুলে ধরেন।

কর্মশালার প্রথম সেশনে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে ৪টি গ্রুপে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে:
(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের নকশা এবং সংযোগ স্থাপন (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল সংযোগ ও নেটওয়ার্ক পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা
(৩) শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট (৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা, মনিটরিং, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

উল্লিখিত চারটি গ্রুপে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিটিআরসি, মোবাইল অপারেটরস, এনটিটিএন, আইএসপি, আইআইজিএবি, অ্যালায়েন্স ফর অ্যাফোরডেবল ইন্টারনেট (A4AI) প্রতিনিধি, তথ্যপ্রযুক্তিবিদগণ, শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণসহ মোট ৪৮ জন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের উপায়, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের উপর নানাবিধ প্রশ্নাবলী উপস্থাপনসহ সুপারিশমালা প্রস্তুত করেন। যা পরবর্তী সেশনে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত সুপারিশমালা নিয়ে উপস্থাপনা ও আলোচনায় অংগ্রহণ করেন বিটিআরসির উপ-পরিচালক ড. সামসুজ্জোহা, বিটিআরসির সাবেক পরিচালক লে. কর্নেল রাকিবুল হাসান, ফাইবার এট হোম এর সিটিও সুমন আহমেদ সাবির ও আইএসপিএবি'র সাবেক সভাপতি মো: আমিনুল হাকিম ও অন্যান্য আলোচকবৃন্দ।

বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্রের সভাপতিত্বে সমাপনী আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সরোজ কুমার নাথ, বিটিআরসি'র এসএস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো: আবদুল মোকাদ্দেম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মইনুল জাবের।

সমাপনী বক্তব্যে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্র বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে কানেক্টিভিটি, বিনিয়োগ , ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। এ কাজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একার নয়, কর্মসূচিসমূহের সফল বাস্তবায়নে আইএসপি ও এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ সারাদেশে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন, সাশ্রয়ী মূল্যে ব্রডব্যান্ড সংযোগ এবং পরিষেবা সরবরাহের অন্তর্নিহিত নেটওয়ার্ক এবং আইসিটি অবকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করবে। একই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য পরিস্থিতি, পলিসি, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং অধিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই কর্মশালা সহায়তা প্রদান করাবে।

অনুরোধক্রমে

মোঃ জাকির হোসেন খাঁন
উপ-পরিচালক
মিডিয়া কমিউঃ এন্ড পাবঃ উইং
বিটিআরসি
মোবাইল-০১৫৫২২০২৮৪০
zakirkhan@btrc.gov.bd

প্রাপক (সদয় কার্যার্থে):

১। উপ-মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং

২। সম্পাদক/ প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সংবাদপত্র;
হেড অব নিউজ/ চীফ নিউজ এডিটর;
বার্তা সংস্থা/ টেলিভিশন চ্যানেল/রেডিও চ্যানেল;
অনলাইন নিউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩। মহাপরিচালক (এসএস), বিটিআরসি।

৪। সচিব, বিটিআরসি।

৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব ও ভাইস চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (ইহা মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য), বিটিআরসি।

৬। অফিস কপি।